আজকের কাগজ

তারিখ 10 MAY 1992
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে শিক্ষকদের তিন গ্রুপে জোর লবিং

কাগজ প্রতিবেদক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য পদের নিয়োগ নিয়ে জোর লবিং এবং গুঞ্জন চলছে। ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা নতুন উপাচার্যের পদকে কেন্দ্র করে তিনটি গ্রুপে বিভক্ত হয়েছেন। একটি গ্রুপ বর্তমান উপাচার্য বদল করার পক্ষে। অন্য গ্রুপগুলো এখনকার উপাচার্যের পক্ষে এবং নতুন উপাচার্য পদের নিয়োগ নিয়ে লবিং করছেন।

বর্তমান উপাচার্য মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিঞা চিকিৎসার জন্যে বিগত ১৯ এপ্রিল থেকে দেশের বাইরে অবস্থান করছেন। বর্তমান উপাচার্যের পূর্ণ সুস্থ হয়ে কাজে যোগ দিতে আরো মাস তিনেক সময় লাগবে। কিন্তু ইতিমধ্যেই উপাচার্যের অনুপস্থিতির কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনে সংকট দেখা দিয়েছে। বর্তমান উপ-উপাচার্য ডঃ ওয়াকিল আহমেদ সরকারের কাছ থেকে শুধুমাত্র 'রুটিন কাজের' নির্দেশ পেয়েছেন নির্বাহী ক্ষমতা পাননি। অন্যদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরীর নেতৃত্বে শিক্ষকদের একটি অংশ বর্তমান উপাচার্য পরিবর্তন করতে চান। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির বর্তমান সভাপতি ডঃ এস এম ফায়েজ এবং সাধারণ সম্পাদক ডঃ সাঈদুর রহমানের নেতৃত্ব শিক্ষকদের আরেকটি অংশ বর্তমান উপাচার্যকেই দায়িত্বে বহাল রাখতে চান। এনিয়ে শিক্ষক মহলে দ্বন্দ্ব চলছে। একটি সূত্র জানায়, সরকারি মহলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন উপাচার্য নিয়োগের চিন্তাভাবনা চলছে। এই সম্ভাবনাকে কেন্দ্র করে সাদা প্যানেলভুক্ত শিক্ষকদের মধ্যে জোর গ্রুপিং চলছে। নতুন উপাচার্যের প্রার্থী হিসেবে ডঃ আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী এবং সাবেক উপ-উপাচার্য ডঃ এমাজউদ্দিন আহমেদের নাম উত্থাপিত হয়েছে। এমাজউদ্দিনকে সমর্থন করছেন শিক্ষক সমিতির বর্তমান সভাপতি ও সম্পাদক। সরকারি মহলেও দু'গ্রুপ সমানে লবিং করছেন। এদিকে একটি সূত্র জানায়, বর্তমান উপাচার্যকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়ার জন্যে শিক্ষকদের আরেকটি অংশ কিছুদিন আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বরাবরে উপাচার্যের বিরুদ্ধে অভিযোগনামা পেশ করেন। অভিযোগনামায় উপাচার্যের বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসা বরাদ্দ, শিক্ষক নিয়োগ, স্কলারশীপ প্রদানে স্বজনপ্রীতি ও নীতি লংঘনের অভিযোগ আনা হয়। সূত্রটি জানায়, ইতিমধ্যেই শিক্ষা সচিব অভিযোগনামাটি প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে বিবেচনার জন্যে পাঠিয়েছেন। কিন্তু এখনো প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে কোনো মন্তব্য আসেনি।

এদিকে শিক্ষক মহলে প্রতিদিন নতুন উপাচার্যের নিয়োগ নিয়ে গুঞ্জন চলছে। সরকার শেষ পর্যন্ত কাকে উপাচার্য পদে নিয়োগ দেন কিংবা শেষ পর্যন্ত বর্তমান উপাচার্যই কি দায়িত্বে বহাল থাকবেন— এরকম প্রশ্ন শিক্ষকসহ পর্যবেক্ষক মহলের। পর্যবেক্ষক মহল মনে করেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের স্থবির অবস্থা কাটানোর জন্যে অবিলম্বে সরকারের এই বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।